উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা থেকে উন্নয়নের কার্যকারিতা

From Aid Effectiveness to Development Effectiveness

কার্যকর উন্নয়ন সহায়তা হলো অর্থনৈতিক বা মানবিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বা বৈদেশিক সহায়তার সদ্ব্যবহার বা যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। দাতা সংস্থা বা সাহায্য সংস্থাগুলো সব সময়ই তাদের উন্নয়ন সাহায্য বা সহযোগিতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এসব উদ্যোগের মধ্যে আছে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা শর্তারোপ, দক্ষতা উন্নয়নে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করেই মূলত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা (Development aid) বা উন্নয়ন সাহায্যের সম্প্রসারণ ঘটে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে উন্নয়ন তহবিল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এগিয়ে আসার ফলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়। পরে ১৯৬০ থেকে '৮০ সাল পর্যন্ত চলা স্নায়ু যুদ্ধের সময়ও বেশ কিছু দেশ ও সংস্থা বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন সহায়তা দিতে থাকে। সাধারণত স্নায়ু যুদ্ধে জড়িত ধনী শক্তিগুলো তাদের পক্ষের উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সহায়তা দিতে থাকে। স্নায়ু যুদ্ধের পর উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আসে, তখন উন্নয়ন সহযোগিতার মূল বিবেচ্য বিষয় হয় দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়ন। যেসব দেশ বেশি দারিদ্র পীড়িত ছিল, যাদের উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল বেশি, তারাই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা বেশি পেতে থাকে। এসময় উন্নয়ন সহযোগিতার সঙ্গে বিভিন্ন শর্তও আরোপিত হতে থাকে। যেমন, উন্নয়ন সংস্থা বা দাতা দেশগুলো পিছিয়ে পড়া বা দারিদ্র পীড়িত দেশগুলোকে সুশাসন নিশ্চিত করা, নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে চাপ দিতে থাকে।

১৯৯০ এর শেষের দিকে দাতা সংস্থা বা দেশগুলো উপলব্ধি করতে পারে যে, উন্নয়ন সহযোগিতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না, তাদের দেওয়া উন্নয়ন সহযোগিতাও তেমন একটা কার্যকর হচ্ছে না। তখন দাতা সংস্থা ও দেশগুলো তাদের উন্নয়ন সহযোগিতার মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অনুভব করে। মূলত এই উপলব্ধিই উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা

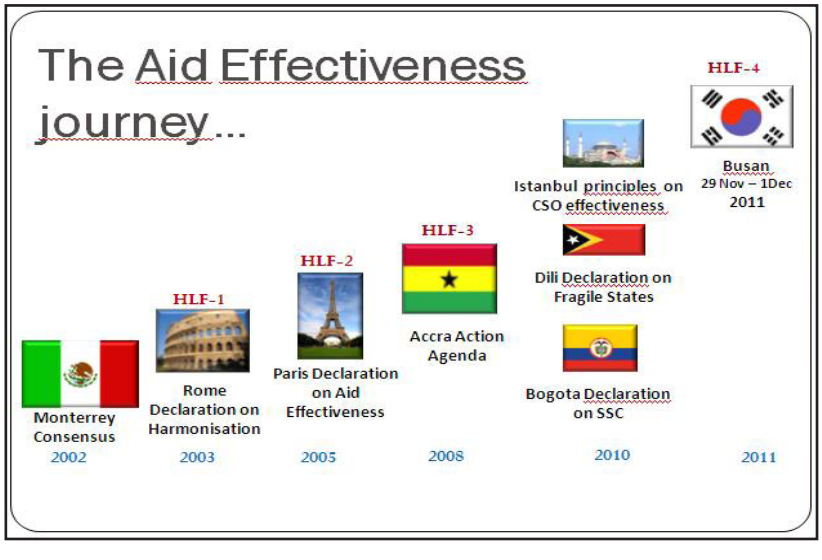

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করেই মূলত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা বা উন্নয়ন সাহায্যের সম্প্রসারণ ঘটে। পরে ১৯৬০ থেকে '৮০ সাল পর্যন্ত চলা স্নায়ু যুদ্ধের সময়ও বেশ কিছু দেশ ও সংস্থা বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন সহায়তা দিতে থাকে।

(Aid Effetiveness) সংক্রান্ত ধারণার মূল প্রেক্ষাপট।

উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতার আন্দোলনটি বিশেষ একটি গতি পায় ২০০২ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফাইন্যান্সিং অন ডেভেলপমেন্ট থেকে। ঐ কনফারেন্সে মনটারে কনসেনসাস (Monterrey Consensus) নামে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়াতে একমত হন। পাশাপাশি তারা বুঝতে পারেন যে, শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। দাতা সংস্থা এবং দেশসমূহ তাদের উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, তারা চাচ্ছিলেন যেন তাদের সহযোগিতাগুলো কার্যকরভাবে গরিব মানুষের কাছে পৌঁছায়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগিতার একটি গুণগত পার্থক্য আসে, এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগিতায় দাতা এবং গ্রহিতার পারস্পরিক দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

দাতা এবং সহযোগিতা গ্রহিতা দেশগুলোর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রোমে, ২০০৩ সালে। হাই লেভেল ফোরাম অন হারমোনাইজেশন নামের এই সভাটি আয়োজন করে Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). সভায় উন্নয়ন সহযোগীরা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কার্যক্রম

জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের কার্যক্রমের একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০০৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য অন্য একটি সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে।

প্যারিসে বিশ্ব সম্প্রদায় প্যারিস ঘোষণাপত্র (Paris Declaration on Aid Effectiveness) সাক্ষর করেন। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দাতা এবং উন্নয়নশীল দেশ কিভাবে একসঙ্গে কাজ করবে তার একটি সুবিন্যাস্ত রূপ দেখা যায় এই ঘোষণাপত্রে। তিন বছর পর, ২০০৮ সালে ঘানার আক্রায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় হাই লেভেল ফোরামে প্যারিস ঘোষণাপত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্যারিস ঘোষণাপত্রের সব নীতিমালাই যে সবাই ঠিকভাবে মানছিল তেমনটা নয়, বরং কম্বোডিয়াতে দাতাদের দুর্ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল হেলথ পার্টনারশিপ স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন সহযোগিতার নতুন এক গতি নিয়ে আসে। এর সদস্য দেশ ও সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর নাগরিকদের স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। তারা সংশ্লিষ্ট উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন শুরু করে। আগে এই ধরনের উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমন্বয় তেমন একটা উপস্থিত ছিল না।

উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা কেন প্রয়োজন

একুশ শতকের শুরুতে ওইইসিডি'র কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি বিশেষ দল গবেষণা করে দেখেন যে, বিস্তৃত এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধু কী পরিমাণ অর্থ বা সহায়তা প্রদান করা হলো সেটাই বড় কথা নয়, বরং এই সহায়তা বা সহযোগিতা কিভাবে করা হলো সেটাও একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত দশকে উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ বেড়েছে, আবার উন্নয়ন সহায়তাগুলো বিচ্ছিন্নও হয়ে গেছে। দাতা সংস্থার সংখ্যা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে, কিন্তু কমেছে গড় সহায়তার পরিমাণ। ছোট ছোট প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে যায়, যা খুব সংকীর্ণ ফলাফল আনতে পারে। সর্বোপরী উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকলো। দাতা সংস্থা এবং সহযোগিতা গ্রহণকারীদের কাছে তথ্যের অভাব দেখা গেল, সুবিধাভোগীদের মতামত এবং উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়ন করাও কঠিন হয়ে পড়লো।

গত দশকে উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে বড় একটি পরিবর্তন আসে। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে উন্নয়ন সহযোগিতা পেয়ে আসা কয়েকটি দেশ নিজেরাই দাতা দেশে পরিণত হয়ে যায় (যেমন চীন, সৌদি আরব, ভারত, কোরিয়া, তুর্কি, ভেনিজুয়েলা ইত্যাদি)। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থায় পরিণত করে। নতুন দাতা সংস্থার আবির্ভাব, তাদের কার্যক্রম, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম উন্নয়ন যাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করে, তাদের উপস্থিতি এবং কার্যক্রম বিদ্যমান উন্নয়ন সহায়তার চিত্রও বদলে দেয়। কিছু উদীয়মান অর্থনীতি দাতা সংস্থার নানা শর্তের প্রতি তেমন একটি নমনীয় থাকতে চাইলো না। বিশেষ করে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিভিন্ন দাতা সংস্থা নতুন নতুন সমস্যা মোকাবেলা করতে লাগলো।

বর্তমান সময়েও উন্নয়ন সহযোগিতা বা অর্থ সাহায্য ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল একটি বিষয়। দাতা সংস্থাগুলোর নানা শর্ত এবং মান আরোপ করার ফলে অর্থ বা সহায়তা প্রদানের খরচ বেড়ে গেছে অনেক। অর্থাৎ দাতার কাছ থেকে গ্রহিতার কাছে সাহায্য পৌঁছানোর খরচ অনেক বেড়ে গেছে। অনেকে ক্ষেত্রে গ্রহিতা সংস্থা বা দেশগুলোকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা নিজেদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে দেখা যায়, এক্ষেত্রে দাতা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে নানা শর্ত আরোপ করার প্রবণতা ছিল প্রবল। এসব কারণে, উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ইত্যাদি করতে গিয়ে অনেক খরচ বাড়ছে, ফলে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর কাছে সহায়তাটা ঠিক সেভাবে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না।

বিভিন্ন দেশের সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যকর করতে শীর্ষ পর্যায়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও, তৃণমূল পর্যায়ে সেরকম কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না। ইতিহাস প্রমাণ করে, যদি কোনও দেশ উন্নয়ন সহযোগিতা বা সাহায্যে উপর নির্ভরশীলতা কমাতে চায়, তবে তাকেই তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার উন্নয়ন কৌশল হতে হবে তার তৃণমূল মানুষের প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন কৌশল দিয়ে কোন দেশই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। উন্নয়ন সহযোগিতাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হলে প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

গত অর্ধ শতাব্দিতে প্রায় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য বিভিন্ন দেশে গেলেও দারিদ্র বিমোচন বা দ্বন্দ্ব নিরসনে এর তেমন একটা প্রভাব দেখা যায় না। এই অর্থ সাহায্য আফ্রিকার অনেক দেশ দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারিনি। সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে OECD-Development Assistance Committee প্রকাশিত Aid Effectiveness 2005-2010: Progress in Implementing the Paris Declaration প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ২০১০ সালের জন্য যে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার ১৩টির মধ্যে মাত্র ১টি লক্ষ্য পূরণ করা গেছে!

উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ

Paris Declaration on Aid Effectiveness, February 2005

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সের প্যারিসে "প্যারিস হাই লেভেল ফোরাম অন এইড ইফেকটিভনেস"-এর অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছর স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য জি-৮ সম্মেলনকে সামনে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিতার ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই নিয়ে বেশ পর্যালোচনাও করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দাতা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে কিছু সমন্বয় সাধন করা গেলেও, এক্ষেত্রে আরও অনেক কিছুই করণীয় ছিল বলে মনে করছিলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। দেখা গেছে, তখনও পর্যন্ত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া মূলত দাতা নির্ভর, তারাই এই প্রক্রিয়া প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন, ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন সহযোগিতা যথাযথভাবে ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠা বা এই কার্যক্রমগুলোর নেতৃত্ব দেওয়া খুব কঠিন ছিল। দারিদ্র বিমোচনের জন্য সত্যিকার অর্থেই উন্নয়ন সহায়তাকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হলে যে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে, সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ।

প্যারিস সভায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান, দাতা সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি 'প্যারিস ঘোষণায়'য় সাক্ষর করেন। উন্নয়ন সহযোগিতাকে কিভাবে কার্যকর করতে হবে এই বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট অঙ্গিকার ছিল এই প্যারিস ঘোষণাপত্রে। এই ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়টি ছিল দাতাদের একটি প্রতিশ্রুতি, আর তা হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এতদিন দাতাদের চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন সহযোগিতার বদলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনে, তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তার করার প্রতিশ্রুতি আসে প্যারিস ঘোষণাপত্রে।

প্যারিস ঘোষণাপত্রে উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মোট ৫৬টি অঙ্গিকার রয়েছে। অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য পরিমাপযোগ্য ১২টি নির্দেশকও প্রণয়ন করা হয় এবং এই নির্দেশক বাস্তবায়নের সময়সীমা ধরা হয় ২০১০ সাল।

প্যারিস ঘোষণাপত্রের কয়েকটি মূল নীতি

১. মালিকানা (Ownership): উন্নয়নশীল দেশগুলো অবশ্যই তাদের নিজস্ব উন্নয়ন নতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন করবে এবং তারা নিজেদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করবে। সত্যিকার টেকসই উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগিতার ভূমিকা রাখতে হলে এই নীতির বাস্তবায়ন আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এক্ষেত্রে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে দাতা সংস্তাগুলো সহায়তা করতে পারে। প্যারিস ঘোষণাপত্রে ২০১০ সালের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব উন্নয়ন কৌশলপত্র থাকবে বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

২. সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা (Alignment): দাতাদেরকে অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সহায়তা কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। উন্নয়ন সহায়তার একটি টেকসই কাঠামো তৈরির করার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। অর্থ বরাদ্দ, ক্রয়, অডিট ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া আরও বেশি অনুসরণ করার ব্যাপারে দাতারা প্যারিস ঘোষণাপত্রে অঙ্গিকার করে। যেখানে স্থানীয় ব্যবস্থা এসব প্রক্রিয়া ভালভাবে সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত নয়, সেখানে দাতারা স্থানীয় সেই ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৩. সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা (Harmonisation): উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে একই দেশে বা এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার একই ধরনের সহায়তা, বা শুধু এক দেশেই উন্নয়ন সহায়তা বেশি দেওয়ার প্রবণতা কমাতে উন্নয়ন সহযোগীরা কাজ করবে। ছোট ছোট অনেক প্রকল্পে অর্থায়ন না করে গ্রহীতা দেশের নেতৃত্বে জাতীয় কোনও উন্নয়ন নীতিমালায় সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে দাতা সংস্থাগুলো একমত পোষণ করে।

৪. ফলাফল ব্যবস্থাপনা (Managing for results): উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই উন্নয়ন সহযোগিতাগুলো থেকে কার্যকর ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট হবে, যে ফলাফল দরিদ্র মানুষের জীবন মান পরিবর্তনে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা বা উপকরণ তৈরি করতে হবে।

৫. পারস্পরিক জবাবদিহিতা (Mutual accountability): উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশ এবং দাতা সংস্থা পারস্পরিক স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল দেশকেই তার উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহারের উপর প্রতিবেদন দিতে হবে।

Third High Level Forum on Aid Effectiveness, Accra, September 2008

ঘানার রাজধানী আক্রায় প্রায় ১০০টি দেশের মন্ত্রী এবং বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাতা দেশ ও দাতা সংস্থার অংশগ্রহণে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল এমডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।

আক্রা সভায় যে মূল বিষয়গুলো উঠে আসে তার কয়েকটি হলো:

১. দেশগুলোর মালিকানা: আক্রা এজেন্ডা ফর এ্যাকশন ঘোষণা করে যে, নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ও এই প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ জাতীয় সংসদ, জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন রতে হবে। দাতাদেরকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি সম্মান জানিয়েই মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

২. অধিকতর কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক অংশীদারিত্ব তৈরি: আক্রা এজেন্ডা ফর এ্যাকশনের লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত সকল

পক্ষ তথা, মধ্যম আয়ের দেশ, বৈশ্বিক বিভিন্ন তহবিল, ব্যক্তি খাত, সুশীল সমাজ সংগঠন সবার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দেশ্য ছিল, সবাই যেন উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে, উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একই ধরনের নীতিমালা এবং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে, যাতে করে সবার সকল প্রচেষ্টা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়।

৩.উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন: উন্নয়ন সহযোগিতাকে কার্যকর করতে আক্রা এজেন্ডা ফর এ্যাকশন উন্নয়ন সহযোগিতার সুস্পষ্ট প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা এবং তা উপস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়তার কথাও বলা হয় এই ঘোষণায়।

Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, South Korea, November 2011

কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সভাটিতে যোগ দেন উন্নয়নশীল এবং দাতা দেশগুলোর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারের প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের প্রতিনিধি বৃন্দ।

এই সভাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি যাচাই করে দেখা এবং এমডিজি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করা। বুসান সভায় দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়, কারণ দেশটি ইতিমধ্যে সাহায্য গ্রহিতা থেকে সাহায্য দাতায় পরিণত হয়েছে। এই সভায় Global Partnership for Effective Development আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

The Global Partnership for Effective Development Cooperation

গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমন্টে পার্টনারশিপ বিভিন্ন দেশের সরকার, বিভিন্ন সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন, ব্যক্তিখাতের প্রতিনিধির একটি প্লাটফরমে নয়ে আসে, যা উন্নয়ন সহযোগিতাকে কার্যকর করে সর্বোচ্চ উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বুশান পার্টনারশিপ চুক্তিতে ১৬১টি দেশ এবং ৫৬টি সংস্থা এই প্লাটফরম তৈরির জন্য একমত হয়। এই প্লাটফরমটি সংশ্লিষ্ট দেশটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে কার্যকর করতে নানাবিধ সহায়তা দিয়ে থাকে, এটি এমডিজি বাস্তবায়নেও সহায়তা দিয়েছে। বুশান এগ্রিমেন্টে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন নির্দেশক বাস্তবায়ন পরিস্থিতিও এই প্লাটফরম মনিটরিং করে।

এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি। এসডিজি বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থ এবং সম্পদ প্রয়োজন, প্রয়োজন অর্থ ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার। এই প্রতিষ্ঠান এসডিজি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং টেকসই উন্নয়ন

Global Partnership for Effective Development Co-operation

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কো চেয়ার, তার সঙ্গে কো চেয়ার হিসেবে আছেন উগান্ডা এবং জার্মানির অর্থমন্ত্রী

নিশ্চিত হয় এমন উন্নয়ন কৌশলগুলোকে কার্যকর করতে ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে। টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

চারটি মূল নীতির উপর এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে, সেগুলো হলো:

১. উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মালিকানা (Ownership of development priorities by developing countries): উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব সফল হতে পারে যদি, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, দেশগুলোর নিজস্ব প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়িত হয়।

২. ফলাফলের উপর গুরুত্বারোপ (Focus on results): সকল বিনিয়োগ এবং প্রচেষ্টার দারিদ্র বিমোচন এবং অসমতা কমানোর, টেকসই উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীরল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকতে হবে এবং এগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতি এবং অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অংশীদারিত্ব (Inclusive development partnerships): অসঙ্কোচ, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মিথ্যা সম্পর্কে শিক্ষা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কার্যকর অংশীদারিত্বের প্রাণকেন্দ্র।

৪. পারস্পরিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা (Transparency and accountability to each other): সুফল অর্জনের জন্য সুবিধাভোগীদের প্রতি, নাগরিকদের প্রতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনদের প্রতি জবাবদিহিতা প্রদর্শন আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কো-চেয়ার, তার সঙ্গে কো-চেয়ার হিসেবে আছেন উগান্ডা এবং জার্মানির অর্থমন্ত্রী। বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগে (ERD) উন্নয়নের কার্যকারিকা শীর্ষক একটি বিশেষ উইং আছে, একজন অতিরিক্ত সচিব এর প্রধান।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)

ই মেইল: info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net